61 বাংলাদেশে গ্রামীণ আনুষ্ঠানিক সংগঠনে নেতৃত্ব ঃ কৃষক সমবায় সমিতিতে নেতৃত্বের ধরণ

(প্রকাশকাল ঃ জুন, ১৯৯২) ।

ক) গবেষক পরিচিতি

১. টিআইএম জাহিদ হোসেন, সহকারী পরিচালক
বি.এ (সম্মান), এম.এ (সমাজ কর্ম), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
এম.এস (সামাজিক নৃ-বিজ্ঞান), সাসেক্স, ইউ.কে।

খ) গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য সমূহ ছিল যথাক্রমে-

১. বর্তমানে কৃষক সমবায় সমিতিগুলোর নেতৃত্বে কোন শ্রেণীর মানুষের আগমন ঘটেছে তা জানা;

২. অর্থনৈতিক মানদন্ড ছাড়া বয়স ও শিক্ষার মানের দিক থেকে এ সকল সমবায়ী নেতাদের মধ্যে কাদের সংখ্যাধীক্য লক্ষ্য করা যায়;

৩. নেতৃত্ব অর্জণের যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে একজন ব্যাক্তির কোন ধরণের বৈশিষ্ট ও গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, সে বিষয়ে নেতাদের নিজস্ব ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়া; এবং

৪. নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিগণ সমাজ ও সংগঠন সংক্রান্ত বিষয়ে কি ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করেন সে সম্পর্কে জানা।

গ) সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত কৃষক সমবায় সমিতি সমূহে বর্তমানে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেই সব ম্যানেজারদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও মনোভাব ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য মূলতঃ এই গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায় হতে ৪৮ জন ম্যানেজারের মাধ্যমে সংগৃহিত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, পর্যবেক্ষিত সমবায় সমিতির ম্যানেজারদের পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৬.৪ জন। তবে ৪ থেকে ৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী (৪৩.৭৫%)। পেশার ক্ষেত্রে ম্যানেজারদের ৯৩.৯৫% কৃষিজীবী। পারিবারিক আয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিবার পিছু বার্ষিক গড় আয়ের পরিমাণ ৩১,৯৩৫.২৯ টাকা। তবে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৩৫.৪২%) পরিবারের আয় ২০,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকার মধ্যে। জমির মালিকানার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১৮.৭৫% ম্যানেজার ক্ষুদ্র কৃষক শ্রেণীভুক্ত, মাঝারী শ্রেণীর কৃষক ৬৬.৬৭% এবং বড় কৃষক ১২.৬০%। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্যবেক্ষিত ম্যানেজারদের বয়সের ভিত্তিতে যথাক্রমে নবীন, প্রৌঢ় ও প্রবীণ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, ম্যানেজারদের মধ্যে নবীন ৬৫.৯০%, প্রৌঢ় ২০.৪৬% এবং প্রবীন ১৩.৬৪%। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তিন শ্রেণীর প্রত্যেকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তবে এর মধ্যে নবীনগণ সংখ্যায় বেশী ও তুলনামূলকভাবে উচ্চ শিক্ষিত (মাধ্যমিক ১৫.৯১%, উচ্চ মাধ্যমিক ৬.৮১% এবং স্নাতক ৪.৫৫%)। প্রৌঢ় ম্যানেজারগণ সংখ্যায় যেমন কম তেমনি তাদের মধ্যে ২.০৮% স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষিত। প্রবীনদের শিক্ষার মান প্রৌঢ়দের চাইতেও

কম। এদের মধ্যে মাধ্যমিক স্কুল পাশ বা তার উর্দ্ধে শিক্ষিত কেউ নেই। কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বয়সে নবীন ম্যানেজারদের মধ্যে মাঝারী শ্রেণীর কৃষকের সংখ্যা বেশী (৬৮.৭৫%)। ১৯৯৪-৮৫ এবং ১৯৮৭-৮৮ সালে ৪৮ জন ম্যানেজারের মধ্যে ৮৫.৪২% মোট ৩,১৮,৫০০ টাকার ঋণ গ্রহণ করে। পরিশোধকৃত ঋণের হার ৬৪.২৪%। ঋণ পরিশোধের এই হার সন্তোষজনক নয়। এ থেকে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হ'ল কৃষক সমবায় সমিতিতে নেতৃত্ব প্রদানকারী তিন শ্রেণীর ম্যানেজারদের অধীকাংশই গোষ্ঠী স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থে সংগঠনকে বেশী ব্যবহার করে থাকে।

পর্যবেক্ষিত ম্যানেজারগণ নেতৃত্ব অর্জণের যোগ্যতা হিসাবে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে আধুনিক শিক্ষা ও ব্যক্তিগত দক্ষতাকে। গণতন্ত্র, নারীশিক্ষা, পর্দা প্রথা বা পরিবার পরিকল্পনার মত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ে সকল শ্রেণীর ম্যানেজারের মধ্যেই রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয় ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। তবে সার্বিক ভাবে অন্যদের চাইতে নবীনদের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা প্রগতিশীল।

ঘ) উপসংহার

এই গবেষণায় একটি উপজেলার ৪৮টি কৃষক সমবায় সমিতির ম্যানেজারদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার শুরুতে নেতৃত্ব সম্পর্কিত পূর্ববর্তী কয়েকটি গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল থেকে যে অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis) টি ধরে নেয়া হয়েছিল তা হ'ল, গ্রামীণ সামাজিক-রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তনের প্রভাব তথা নবীনদের আগমন কৃষক সমবায় সমিতির মতো আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান সমূহেও পড়েছে। এই গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, সমবায় সংগঠন সমূহে বর্তমানে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ : বয়সের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত নবীণ, তুলনমূলকভাবে শিক্ষিত এবং শ্রেণীগতভাবে এরা বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের সদস্য। এথেকে অনুমিত-সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল বলে প্রমানিত হয়। তবে, সমবায় সংগঠনের নেতৃত্বে নবীনদের এই উপস্থিতির পরিমান ও গুণগত মাত্রা নিরুপন করাও ছিল গবেষণার একটি অন্যতম লক্ষ্য। পর্যবেক্ষিত সমবায় সমিতির ম্যানেজারদের মধ্যে ৬৫.৯০% নাবীন এবং এদের ৬৮.৭৫% মাঝারী শ্রেণীর কৃষক পরিবার থেকে এসেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে নবীনগণ সংখ্যায় বেশী ও তুলনামূলকভাবে উচ্চ শিক্ষিত। প্রৌঢ় ম্যানেজারগণ সংখ্যায় যেমন কম তেমনি তাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার কম আবার প্রবীনদের শিক্ষার মান প্রৌঢ়দের চাইতেও কম। একইভাবে প্রতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব অর্জনের পাশাপাশি সমাজে অপ্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও নবীনদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় বিষয় হ'ল, সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে বয়োজেষ্ঠ্যদের চাইতে নবীনেরা আধুনিক ও প্রগতিশীলতার পরিচয় দিলেও তাদের উপস্থিতির হারের তুলনায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আশানুরূপ নয়।

বর্তমান গবেষণার প্রকৃতি গত কারণে কোন একটি একক সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত বা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এই গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য থেকে কোন একটি বিশেষ চিত্র ফুটে উঠেনি। আর তা হ'ল প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বে নবীনদের ব্যাপক সংখ্যায় উপস্থিতি। তবে পরিমানগত প্রাধান্যের সাথে দৃষ্টিভঙ্গির যে গুণগত বৈশিষ্ট থাকা উচিৎ ছিল এক্ষেত্রে তেমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়না বরং নবীনগণ বহুলাংশে রক্ষণশীল মানসিকতাকেই লালন করছে। যা সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের ক্ষেত্রে বড় ধরণের অন্তরায়।

পরিশেষে, এই গবেষণার ফলাফল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক গ্রামীণ সংগঠনে নেতৃত্বের বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে যে ধরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা স্বাভাবিক ভাবে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজনীয়তাকে বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ করে, প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা ও পরিবর্তন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো অনুসন্ধান করলে ভবিষ্যতে আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে। কারণ, প্রগতিশীল নেতৃত্ব, বর্তমান উন্নয়ন প্রশাসনের যুগে উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত।